WBMIFMP প্রকল্প বিষয়ক
পুনর্বাসন পরিকল্পনার কার্যকরী সারাংশ

প্রকল্পের ভূমিকা ঃ

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় " পশ্চিমবঙ্গ মেজর ইরিগেশ্ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প (ডবলু -বি-এম-আই-এফ-এম-পি)" নামের এক প্রকল্পের উপস্থাপন করতে চলেছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত সেচ ব্যাবস্থার পুনরুজ্জীবন ও নিম্ন দামোদর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি পাঁচ (৫) বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত করা হবে। এর ফলে চাষের উন্নতি হবে এবং নিম্ন দামোদর উপকূলবর্তী এলাকার বন্যার প্রকোপ কমবে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান গুলি ৫টি জেলা তথা বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলীর ৩১টি সেচ প্লাবিত, ১০টি কেবল মাত্র বন্যা প্লাবিত এবং আরও ১০টি সেচ ও বন্যা উভয়দ্বারা প্লাবিত ব্লকে বাস্তবায়িত করা হবে, এই প্রকল্পের মূলত চারটি প্রধান উপাদান রয়েছে যথা ১) সেচের পরিচালনা ২) সেচ কাঠামোর আধুনুকিকরন ৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ৪) প্রকল্পের পরিচালনা ও বাস্তবায়ন।

জায়গা জমি ও পুনরুত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান যথা বাঁধের মজবুতিকরন, বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কংক্রিটের বাঁধ গঠন বর্তমানে অবস্থিত বাঁধের উপর ও দুই ধার বরাবর করা হবে, তাই নুতন করে কোনো জমি অধিগ্রহন করে অনেক ঘর -বাড়ি, দোকান এবং ইত্যাদি স্তাপত্য গড়ে উঠেছে যেগুলি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আংশিক অথবা পুরোপুরিভাবে ক্ষ তিগ্রস্ত হতে পারে। এই প্রকল্প বাসস্তবায়নের জন্য নদী / খাল বাঁধ গঠনের মাধ্যমে সরকারে অধিনস্ত জায়গা ছাড়া অন্য কোনো জায়গা নতুন করে অধিগ্রহন করা হবে না। এল এ আর আর আইন-২০১৩ অনুসারে নতুন করে কোনো জমি অধিগ্রহন অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান পলিসি অনুসারে নতুন করে কোনো জমি কেনার প্রয়োজন হবে না। প্রকল্পের রুপায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে এলাকার মানুষের নিজস্ব জমি, ঘর-বাড়ি তথা কোনো রকম স্থাপত্যের উপর খুবি কম প্রভাব পড়ে।

পুনরুত্থাপ্ন প্ল্যান তৈরির পদ্ধতি ঃ

এই আর এ পি তৈরি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, এলাকার প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্থ প্রবীণ মানুষের সাথে আলোচনা, সভা করা হয়েছে। প্রথমিক সার্ভে মূলত দামোদর নদী, হুরহুরা, আপার রামপুর ও লোয়ার রামপুর খালের বাঁদিকের বাঁধ বরাবর এলাকা গুলোতে করা হয়েছে। এই অঞ্চলে বাঁধের দুই ধার বরাবর অবস্থিত সমস্থ ঘর-বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য স্থাপত্য গুলি জি পি এস সার্ভের মাধ্যমে ম্যাপে প্লট করা হয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ সমস্ত ঘর-বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য স্থাপত্যের একটি লিস্ট ও মালিকানার বিবরণ তৈরি করা হয়েছে।

জেলার বিবরণ ঃ

প্রকল্পের জেলা গুলির মধ্যে হাওড়ার জন ঘনত্ব সর্বধিক ও বাঁকুড়ায় সর্ব নিম্ন মহিলার অনুপাত হুগলীতে সর্বাধিক এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হুগলীতে সর্ব নিম্ন ৯.৫% ও হাওড়াতে সর্বাধিক ১৩.৫%, প্রকল্প জেলায় এস সি জন সংখ্যার

হার ৩১.২% যাহা পশ্চিমবঙ্গের (৩২.৬৫%) তুলনায় কিছুটা কম। বাঁকুড়াতে আদিবাসী জনসংখ্যা সর্বাধিক ১১%, বর্ধমানে ৭%, হুগলীতে ৪% এবং হাওড়াতে <১%। প্রকল্প জেলা গুলিতে গড়ে ৫.৯% আদিবাসী জনসংখ্যা আছে। এই পাঁচটি জেলার শিক্ষার হার ৭৮.৭% যাহা পশ্চিমবঙ্গ (৭৬.৩%) ও সর্ব ভারতের (৭৩%) তুলনায় বেশি। মহিলা ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার ব্যাবধান সর্বাধিক বাঁকুড়াতে লক্ষ্য করা গেছে। প্রকল্প জেলায় পুরুষ শ্রমিক ৫১% এবং মহিলা শ্রমিক ৪৯% ।

আর্থ সামাজিক বিবরণ ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৩৩.৭৮% এস সি, ৬৫.৩৮% অন্যান্য পরিবার এবং কেবলমাত্র ০.৮৪% এস টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ২২৫৩টি পরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র ৯.৭% পরিবারের কর্তা মহিলা। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের কর্তাদের বেশিরভাগ জন (৭৭.৯%) ১৮ - ৬০ বছর বয়সী এবং কেবলমাত্র ২২% গৃহ কর্তার বয়স ৬০ এর অধিক। ৩৮.৩% পরিবারের বাৎসরিক আয় প্রায় ৫০,০০০ টাকা, ৪২.৬% পরিবারের বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ - ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে এবং বাকি ১৯.১% পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩,০০,০০০ টাকার বেশি। প্রায় সমস্ত পরিবার (৯৯.৬৯%) বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

ক্ষতিগ্রস্ত ঘর - বাড়ি ও স্থাপত্যের বিবরণ ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কর্মস্থলে অবস্থিত প্রায় ২৬৩৭টি ঘর বাড়ি তথা বিভিন্ন রকম স্থাপত্য আংশিক অথবা পুরোপুরি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপত্যের বেশিরভাগটাই (৪০.৮%) বসতবাড়ি, ২৬.৩% দোকান ঘর এবং ১২.৪% গোয়াল ঘর।

বসতবাড়ি ঃ

ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ি ৩৪.২০% পাকা, ৪০.৩৩% কাঁচা-পাকা মিশ্রিত, ১৮.৯৬% কাঁচা এবং বাকি ৫.৬৭% বাঁশের তৈরি, বসতবাড়ি গুলির গড় আয়তন ৪৬৯.৮০ বর্গফুট, ৪৮.১% বসতবাড়ি সম্পূর্ণ রূপে, ১২.৬% আংশিক ভাবে সরকারি জমির উপর অবস্থিত এবং বাকি ৪৮.১% বাড়ির মালিক কোনরকম আইনসিদ্ধ রেকর্ড দেখাতে পারেনি।

ঘরের সাথে লাগোয়া দোকান ঃ-

মোট ৭৮ টি ঘরের সাথে লাগোয়া দোকানের মধ্যে ৪৪.৯% পাকা এবং ৪৭.৪% কাঁচা ও পাকা মিশ্রিত সম্পূর্ণ মাটির, বাসের ও অন্যান্য রকম দোকানের সংখ্যা অতিনগ্ন্য, ঘরের সাথে লাগোয়া দোকানের গড় আয়তন প্রায় ৪৫২.৪২ বর্গফুট। এই সমস্ত দোকান ঘরের ১৯.২% পুরোপুরি এবং ৪৪.৯% আংশিক ভাবে সরকারি অধিগৃহীত জায়গায় অবস্থিত, বাকি ৩৫.৯% দোকান মালিক আইনসিদ্ধ রেকর্ড দেখাতে পারেনি।

দোকান ঘরঃ-

ক্ষতিগ্রস্ত মোট ৬৯৪ টি দোকান ঘরের ৫৩.৬% কাঁচাপাকা মিশ্রিত, ৪০.২% পার্সেন্ট পাকা, ৩.৩% বাশের এবং বাকি ২.২% সম্পূর্ণ মাটির তৈরি, ২১.৪% দোকানঘর সম্পূর্ণরূপে, ৫৫.৫% আংশিকভাবে সরকারি জমির উপর অবস্থিত এবং বাকি ৩৩.০% দোকান মালিক কোন রকম আইনসিদ্ধ দেখাতে পারেননি।

অন্যান্য স্থাপত্যঃ

ঘর-বাড়ি ও দোকান ঘর ছাড়া আরও অনেক ধরনের স্থাপত্য ছাউনি, বেদি, বাউন্ডারী এবং শৌচাগারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোট ১৬৯ টি স্থায়ী ও অস্থায়ী ছাউনির মধ্যে ৩০% ছাউনি পুরোপুরিভাবে, ৫০.৩% আংশিকভাবে সরকারি জমিতে অবস্থিত এবং বাকি ৪৬.৭% শতাংশ ছাউনির মালিক সার্ভের সময় আইনসিদ্ধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। ক্ষতিগ্রস্ত ১৩টি বেদির ৪৬.২% পুরোপুরিভাবে এবং বাকি ৫৩.৮% আংশিকভাবে সরকারি জমির উপর অবস্থিত। ৬১টি বাউন্ডারি ওয়ালের ৬৭.২% পাকা এবং ২৯.৫% কাঁচা এবং ৯.৮% পুরোপুরিভাবে,৩১.১% আংশিকভাবে সরকারি জমির উপর অবস্থিত। ৫৯% বাউন্ডারি ওয়ালের মালিক যথোপযুক্ত সরকারি নথিপত্র দেখাতে পারেননি। মোট ১৫৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত শৌচাগারের ৮১.৫% কাঁচা - পাকা মিশ্রিত এবং ১৫.৯% পুরোপুরি পাকা। ৩.৮% শৌচাগার পুরোপুরিভাবে, ৫৫.১% আংশিকভাবে সরকারি জমিতে অবস্থিত এবং ৪১.১% শৌচাগারের মালিক উপযুক্ত সরকারি নথিপত্র দেখাতে পারেননি। এই এলাকায় অবস্থিত সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ৩২৮ টি গোয়ালঘরের ৩.৭% পাকা,৪২.১% কাঁচাপাকা মিশ্রিত, ২৭.৪% কাঁচা এবং বাকি ২৬.৮% পুরোপুরি বাঁশের তৈরি। মোট গোয়াল ঘরের ৫.৮% পুরোপুরি, ৬০.১% আংশিকভাবে সরকারি জমিতে অবস্থিত এবং বাকি ৩৪.১% গোয়ালঘরের মালিক উপযুক্ত সরকারি নথিপত্র দেখাতে পারেননি।

সম্ভাব্য প্রভাবঃ-

এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘস্থায়ী আর্থ সামাজিক ও পরিবেশগত লাভের সাথে সাথে নদী-খাল বাঁধে অবস্থিত ঘর-বাড়ি দোকান ও অন্যান্য স্থাপত্যের ওপর অস্থায়ী প্রভাবও পড়বে। উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সকল অস্থায়ী প্রভাব কমানো বা মেটানো যেতে পারে। মূলত হাওড়া ও হুগলি জেলার যে সমস্ত এলাকায় নদী / খাল এর বাঁধ সংস্কারের ও বন্যা নিয়ন্ত্রক কংক্রিটের দেওয়াল দেওয়া হবে যে সমস্ত এলাকায় সরকারি জমিতে অবস্থিত ঘর-বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মোট ২২৫৩ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সমস্ত পরিবারের সকলের নদী বাঁধের ওপর বসতবাড়ি আবার কিছু কিছু পরিবারের বসতবাড়ি ছাড়াও দোকানঘর এবং অন্যান্য ধরনের স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ২২৫৩ টি পরিবারের মোট ২৫৭৯ টি ঘর বাড়ি, দোকান এবং অন্যান্য স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সকল স্থাপত্যের বেশিরভাগ (৪.০.৩%) টাই কাঁচাপাকা মিশ্রিত, ৩৪.২% পাকা এবং ১৯.০% সম্পূর্ণ কাঁচা। ঘরের সাথে লাগোয়া দোকানেরও বেশিরভাগটাই ৮৯.৮% কাঁচাপাকা মিশ্রিত, ৪৪.৯% কাঁচা।

দোকান ঘরের ৫৩.৯% কাঁচা-পাকা মিশ্রিত, ৪০.১% পাকা, এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মোট ৭২৭০ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এর মধ্যে ৫৭.৭৬% পুরুষ এবং বাদবাকি ৪২.২৪% মহিলা, যাই হোক এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে সমস্ত মানুষের দোকান ঘর ও ব্যবসায়িক স্থল ভাঙ্গা পড়বে এবং যাদের কৃষিজমি সাময়িকের জন্য ব্যবহৃত হবে কেবল তাদের অর্থ উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাঁধ মেরামত, মজবুত করন ও কংক্রিটের বাঁধ গঠনের কাজ বেশি হলে তিন বছর ধরে চলবে।

কাট-অফ -এর নির্ধারিত দিনঃ-

আর এ পি বাস্তবায়নের জন্য ১০ই অক্টোবর, ২০১৮ কে কাট-অফ এর দিন হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সংক্রান্ত সমস্ত রকম সার্ভে এর ঠিক ৫-৭ দিন আগে শেষ হয়েছে। যদি কনো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নাম এই সার্ভে লিস্টে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে তিনি আর এ পি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আর এই পি -এর দিন প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা হবে।

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ-

এই প্রকল্পের অধীনে যেহেতু কোনো রকম জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব নেই তাই জমির জন্য কোনো রকম ক্ষতি পূরণের প্রস্তাব রাখা হয়নি। সে সকল পরিবারের ঘর-বাড়ি, দোকান, কৃষি চাষ ও ক্ষেত্র এবং অন্যান্য স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত রকম সামুদায়িক স্থাপত্য যথা মন্দির , পাম্প হাউস, ইলেকট্রিক পোস্ট, লাইট পোস্ট, ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার, হয় অন্যত্র সরানো অথবা পুনঃনির্মাণ করা হবে।

ক্ষতিপূরণঃ-

সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাদের কোনো রকম ঘর-বাড়ি, দোকান ও স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "গীতাঞ্জলি" আবাসন প্রকল্পের আওতায় তাদের প্রত্যেককে ১.২ লাখ করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ৫০% টাকা ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপত্য ভাঙ্গার আগে এবং বাকি ৫০% টাকা স্থাপত্য ভাঙ্গার পরে। কিন্তু প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগে ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে দেওয়া হবে। সামুদায়িক স্থাপত্যের পুনঃনির্বাসন অথবা পুনঃনির্মানের সমস্ত খরচা এই প্রকল্পের আওতায় করা হবে।

ধ্বংসাবশেষ ব্যাবহারের অধিকারঃ-

এই সমস্ত স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ মালিক কতৃক ব্যাবহারের জন্য স্থাপত্য ভাঙ্গার দিন থেকে ১৫ দিনের সময় / নোটিস দেওয়া হবে। অন্যথায় প্রজেক্ট অথোরিটি এই সকল ধ্বংসাবশেষ হয় বিক্রি করে দেবে অথবা অন্য কোথাও ব্যাবহারের জন্য পাঠিয়ে দেবে।

আর.এ.পি বাস্তবায়ন প্রনালী ও নিযুক্ত দপ্তরঃ-

জেলা অধিকারিকের তত্ত্বাবধীনে সেচ ও জল সম্পদ উন্নয়ন, ব্লক অধিকারিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ কমিটি এই আর.এ.পি বাস্তবায়নের জন্য জেলা অধিকারিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী, এন.জি.ও এবং অন্যান্য সমবায়কেও নিযুক্ত করতে পারে। প্রয়োজন হলে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতকেও এই কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

আর.এ.পি বাস্তবায়নের জন্য জেলা আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে জেলাস্তরে একটি জেলাস্তরিয় কমিটি (ডি.এল.সি) এবং বি.ডি.ও এর তত্ত্বাবধানে ব্লক স্তরে একটি ব্লক স্তরিয় কমিটি (বি.এল.সি) গঠণ করা হবে।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়নঃ-

অন্তর্বিভাগীয় ও বহির বিভাগীয় পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে আর.এ.পির বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে। ডি.এল.সি এর সহায়তায় ডি.পি.এম.ইউ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাবধানে নিয়মিতভাবে অন্তর্বিভাগীয় মূল্যায়ন করবে। প্রকল্প

এলাকায় আর.এ.পি এর বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বি.ডি.ও করবে। ডি.পি.এম.ইউ স্তরে সামাজিক তথা জেন্ডার এক্সপার্ট এর সহায়তায় এ.পি.ডি.ও নিয়মিতভাবে আর.এ.পি এর মূল্যায়ন করবে। এছাড়াও নিযুক্ত এম অ্যান্ড ই এজেন্সি ও একটি মধ্যস্থরিত ও প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে একটি মূল্যায়ন করবে।

অভিযোগ প্রনালীঃ-

প্রকল্প বাস্তবায়িত করা সম্পূর্ন পাঁচ (৫) বছর ধরে অভিযোগ দায়ের ও মেটানোর প্রনালী কার্যকর থাকবে। মানুষের অভিযোগ সংগ্রহ ও মেটানোর জন্য নিয়মিত সভার আয়োজন করা হবে। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করার সুবন্দবস্ত করা হবে। এছাড়াও অভিযোগ গ্রহন ও মেটানোর জন্য মূলত ত্রিস্তরীয় ব্যাবস্থার উপস্থাপনা করা হবে। প্রথমস্তর হল প্রজেক্ট সাইট থেকে ডি.পি.এম.ইউ লেভেল পর্যন্ত, দ্বিতীয়স্তর হল জেলা স্তরের এস.পি.এম.ইউ লেভেল এবং সর্বোচ্চস্তর হল কোর্টে আইনের দ্বারস্থ হওয়া।

আর.এ.পি বাজেটঃ-

আর.এ.পি বাস্তবায়ন তথা ক্ষতিপূরণ এবং সামুদায়িক স্থাপত্যের স্থানান্তরণ ও পুনর্নিমানের জন্য মোট ৩৪৮১.৮২ লাখ টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে।